বস্ত্রের দাগ অপসারণ ও সংস্করণ

ইউনিট
১৬

ভূমিকা

আমরা ঘরে বাইরে নানা ধরনের কাজ করে থাকি। অনেক সময় অসাবধানতা বশত: পোশাকে নানা ধরনের দাগ লেগে যায়। প্রায় সময়ই এসব দাগ সাধারণভাবে ধুলে পরিষ্কার হয় না। সে কারণে বিশেষ পদ্ধতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পোশাকে দাগ লাগলে পোশাকটি দেখতে বিশ্রী দেখা যায়। নানাভাবে পোশাকে দাগ লাগতে পারে। যেমন তরকারির ঝোলের দাগ, রক্তের দাগ, ঘামের দাগ, চা কফির দাগ, কালির দাগ ইত্যাদি। দাগ অপাসারণের ক্ষেত্রে দাগের উৎস জানা অপরিহার্য কেননা উৎস অনুসারে দাগ অপসারণ করে পোশাকটির ব্যবহার উপযোগিতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ ছাড়াও ব্যবহারের অযোগ্য পোশাক সংস্কার ও পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা সম্ভব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৬.১ : পোশাকের দাগ অপসারণ পদ্ধতি
পাঠ - ১৬.২ : জামা কাপড় সংস্করণ ও পরিবর্তন
পাঠ - ১৬.৩ : পোশাক রিফু ও অ্যাপ্লিককরণ
ব্যবহারিক
পাঠ - ১৬.৪ : পোশাক থেকে তেল, হলুদ ও চায়ের দাগ অপসারণ
পাঠ - ১৬.৫ : রিফু, তালি ও অ্যাপ্লিককরণ

পাঠ-১৬.১ পোশাকের দাগ অপসারণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎস অনুযায়ী পোশাকে দাগ লাগার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার দাগ অপসারণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাগ অপসারণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নাম বলতে পারবেন।

বস্ত্রে বা পোশাকে দাগ লাগলে পোশাকটি দেখতে খুব বিশ্রী লাগে। অনেক সময় পোশাকটি অকেজো হয়ে পড়ে। সে কারণে বস্ত্র বা পোশাক হতে দাগ অপসারণ করতে হয়। বিভিন্ন অপসারক দ্রব্যের সাহায্যে সে দাগ দূর করা সম্ভব। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের দাগ অপসারণের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

ক) দাগের উৎস অনুসারে

দাগ অপসারণ করতে হলে প্রথমে দাগের উৎস জানতে হবে। সাধারণত পাঁচ রকমের দাগের উৎস রয়েছে। এক এক প্রকার দাগের অপসারণ পদ্ধতি এক এক রকম। যেমন-

১। উদ্ভিজ্জ দাগ: ফলের রস, চা কফি, ইত্যাদি। এসব দাগ অপসারণের জন্য গরম পানি, বোরাক্স দ্রবণ, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, গ্লিসারিণ, বেনজিন, ইত্যাদির সাহায্যে দাগ অপসারণ করা হয়।

২। প্রাণিজ দাগ : প্রানিজ দাগের মধ্যে রয়েছে রক্তের দাগ, মাংসের ঝোল, ডিম ইত্যাদি। এসব দাগ ঠান্ডা পানিতে লবণ, সাবান ও বোরাক্স দ্রবণের সাহায্যে অপসারণ করা হয়। মনে রাখতে হবে এসব দাগ কখনো গরম পানিতে ধোয়া যাবে না। কেননা উত্তাপ পেলে এসব দাগ স্থায়ীভাবে কাপড়ে বসে যায়।

৩। চর্বি জাতীয় দ্রব্যের দাগ : তরকারির ঝোল, ঘি, তেল, মাখন, বার্ণিশ, আলকাতরা প্রভৃতি চর্বি জাতীয় দাগ। এ সমস্ত দাগ দূর করার জন্য পানি, কেরোসিন, তারপিন, ফেথ্চক, অ্যালকোহল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

৪। রং এর দাগ : রং সাধারণত দু'ধরনের হয়- অম্লীয় রং ও ক্ষারীয় রং। সাবান, পানি, অ্যালকোহল, অ্যালকালি, লঘু বা পাতলা এসিড প্রভৃতির সাহায্যে রঙের দাগ অপসারণ করা হয়।

৫। লোহার দাগ বা খনিজ দাগ : অনেক সময় পোশাকে লোহার চেইন, বোতাম, হুক ইত্যাদি দাগ লাগে। এক্ষেত্রে লেবুর রস, সাবান, পানি, টকদই, বোরাক্স সলিউশন, অক্সালিক প্রভৃতির সাহায্যে লোহার দাগ অপসারণ করা হয়।

খ) পোশাকের তন্তু অনুসারে

দাগ উঠানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কী ধরনের তন্তু দিয়ে পোশাকটি তৈরি। তন্তুর ভিন্নতা অনুযায়ী দাগ অপসারণের দ্রব্য ভিন্ন হয়ে থাকে। কেননা এক এক তন্তুর উপর অপসারক দ্রব্য এক এক ধরনের প্রতিক্রিয়া করে। যেমন :

১। সুতি ও লিনেন : সুতি কাপড়ের উপর অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ও খাবার সোডা কোন প্রতিক্রিয়া করে না। এক্ষেত্রে ক্লোরিন বা ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা অক্সালিক এসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করলে সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে।

২। রেশম ও পশম : রেশম, পশম প্রভৃতি প্রাণিজ তন্তুতে ক্ষার ব্যবহার করা যায় না। এতে তন্তুর ক্ষতি হয়। তবে লঘু বা পাতলা এসিড ব্যবহার করা যায়।

৩। রেয়ন ও সিনথেটিক সিল্ক : রেয়ন ও সিনথেটিক সিল্ক তন্তুর কাপড়ে মৃদু ক্ষার ও মৃদু এসিড উভয়ই সহজে ব্যবহার করা যায়। এতে তন্তুর তেমন কোন ক্ষতি হয় না।

৪। নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তু : নাইলন, ভিনিয়ন প্রভৃতি সিনথেটিক তন্তুতে এসিড ও ক্ষার উভয়ই ব্যবহার করা যায়। এতে তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। তবে ফলের রস, কফি, চা প্রভৃতির দাগ সিনথেটিক কাপড়ের তন্তুর গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেললে দাগ উঠে যায়।

দাগ অপসারণে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

১। **তীব্র অপসারক দ্রব্য :** তীব্র অপসারক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে অক্সালিক এসিডের গাঢ় দ্রবণ, কাপড় কাচার সোডা, ক্লোরিন। এসব দ্রব্য অধিক সময় ধরে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এসব দ্রব্য অধিক সময় ধরে ব্যবহার করলে তন্তুর ক্ষতি হয় ও কাপড়ের রং নষ্ট হয়।

২। **মৃদু অপসারক দ্রব্য :** মৃদু অপসারক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে অক্সালিক এসিডের লঘু বা পাতলা দ্রবণ, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ভিনেগার, বেকিং পাউডার,বোরাক্স পাউডার, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি।

সাবধানতা

কোন কাপড়ে দাগ লাগার সাথে সাথে কাপড়টি পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। দাগের উৎস না জেনে কখনো গরম পানি ব্যবহার করা উচিত নয়। এর ফলে স্থায়ীভাবে দাগটি বসে যায়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রঙিন কাপড়ের দাগ তুলতে হয়। কেননা রঙিন কাপড়ের দাগ সহজে চটে যেতে পারে।

সারাংশ

বস্ত্রে বা পোশাকে বিভিন্ন ধরনের দাগ লাগতে পারে যেমন- উদ্ভিজ দাগ, প্রাণিজ দাগ, চর্বি জাতীয় দাগ, রঙের দাগ, লোহার দাগ ইত্যাদি। একেক ধরনের দাগের অপসারণ পদ্ধতি একেক রকম। দাগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অক্সালিক এসিডের দ্রবণ, কাপড় কাচার সোডা, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, ভিনেগার, বেকিং পাউডার, বোরাক্স পাউডার, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করে এসব দাগ অপসারণ করতে হয়। এদের অপসারণের পদ্ধতিও বিভিন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাপড়ে দাগ লাগার সাথে সাথে কী করা উচিত?
- ক) কাপড়টি স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- খ) কাপড়টি গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- গ) অক্সালিক এসিডের গাঢ় দ্রবণে বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- ঘ) রোদে মেলে দিতে হবে।

২। কাপড়ে লোহার দাগ লাগলে কোন অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিৎ?
- ক) লেবুর রস, টকদই, বোরাক্স সলিউশন, অক্সালিক এসিড
- খ) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, গ্লিসারিন, বেনজিন
- গ) অ্যালকোহল, অ্যালকালি
- ঘ) কেরোসিন, তারপিন, ফ্রেঞ্চচক

পাঠ-১৬.২ জামা কাপড় সংস্করণ ও পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবহার অনুপযোগী বস্ত্র সংস্কার ও পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

অনেকদিন ধরে পোশাক ব্যবহার করলে দেখা যায় সুতা খুলে যায়, বোতাম পড়ে যায় কিংবা খোঁচা লেগে সামান্য ছিঁড়ে যায়। ফলে পোশাকটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সামান্য কিছু সংস্কার করলে পোশাকটি আবার পূর্বের মত ব্যবহার করা যায়। অনেক সময় নতুন পোশাক দু এক দিন পরার পর এমন সমস্যা দেখা যায় যে পোশাকটি কোনভাবে পরা সম্ভব হয় না। তখন সেই পোশাকের কাপড়ে কিছু পরিবর্তন এনে নতুন করে ব্যবহার উপযোগী জিনিসি তৈরি করা হয়। যেমন কামিজের উপরের অংশে কিংবা হাতায় কোন সমস্যা হলে বডির কাপড় দিয়ে সেমিজ, বালিশের খোল, মোড়ার কভার কিংবা অন্য কাপড়ের সাথে ডিজাইন করে টেবিল ক্লথ বা চেয়ার কভার তৈরি করা যায়। বিছানার চাদরের কোণার দিকে কিংবা মাঝে ছিঁড়ে গেলে সেটির ছেঁড়া অংশ কেটে অন্য কাপড় দিয়ে বর্ডার দিয়ে পুনরায় বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিংবা ছেঁড়া চাদরটি দিয়ে বালিশের কভার, মোড়ার কভার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ব্যবহার অনুপযোগী বস্ত্রকে ব্যবহারযোগ্য করার বিভিন্ন পদ্ধতি

- অনেক সময় শাড়ির রং উঠে গেলে সে শাড়িতে নতুন করে রং করা যায়। আবার রং উঠে যাওয়া শাড়ি দিয়ে টাইডাই, ব্লক, বাটিক প্রভৃতির মাধ্যমে নকশা তৈরি করে নতুন করে ব্যবহার করা যায়।
- উলের সোয়েটার বছরে খুব অল্প সময় পরা হয়। প্রতি বছরই বিশেষ করে শিশুদের সোয়েটার ছোট বা খাট হয়ে যায়। এ অবস্থায় অনেক সময় উলগুলো খুলে আরও কিছু নতুন (Wool) যুক্ত করে নতুনভাবে সোয়েটার তেরি করা যায়। অথবা মোজা, মাফলার, ছবি প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
- আবার অনেক সময় খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যাওয়া পোশাক কিংবা ইস্ত্রির সাহায্যে পুড়ে যাওয়া পোশাকে তালি, অ্যাপ্লিক, রিফু ইত্যাদির সাহায্যে নতুনভাবে পূর্বের পোশাকটি ব্যবহার উপযোগী করা যায়।
- শিশুদের বাড়ন্ত বয়স বলে তাদের পোশাক প্রায় ক্ষেত্রে খাট বা ছোট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে লেইস বা বর্ডার লাগিয়ে তা ব্যবহার করা যায়।
- ফ্যাশন পরিবর্তনের কারণে কামিজ ছোট বা বড় করতে হয়। বড় কামিজকে কেটে ছোট করা যায়। ছোট বা খাট পোশাকে লেইস, অন্য কাপড়ে বর্ডার দিয়ে বড় করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাড়ির অব্যবহৃত যেকোন পোশাক সংস্কার করে নতুন করে ব্যবহার উপযোগী কোন পোশাক বা অন্য সামগ্রী তৈরি করে দেখান।

সারাংশ

ব্যবহারে অনুপযোগী পোশাক কিছুটা সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। কখনো কখনো ব্যবহারের অনুপযুক্ত পোশাক দিয়ে গৃহসামগ্রী তৈরি করা যায়। যেমন- বালিশের কভার, সেমিজ, মোড়ার কভার ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কীভাবে ছিঁড়ে যাওয়া পোশাক নতুনভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায়?
ক) রং এ ডুবিয়ে নতুনভাবে রং করলে
খ) সুচিকর্ম করে নকশা ফুটিয়ে তুললে
গ) তালি, রিফু বা অ্যাপ্লিক করলে
ঘ) লেইস বা বর্ডার লাগালে

২। রং উঠে যাওয়া শাড়ি সংস্কার করতে-
i) টাইডাই করা যায়
ii) ব্লক করা যায়
iii) বাটিক করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৬.৩ পোশাক রিফু ও অ্যাপ্লিককরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিফু করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- অ্যাপ্লিককরণের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

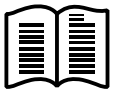

রিফু

রিফু এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কাপড় সংস্কার করা হয়। রিফু করার সময় বিশেষভাবে যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলো হলো-

- রিফু করার সময় সুতা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত কাপড়ের জমিন ও রঙের প্রতি খেয়াল রেখে সুতা নির্বাচন করতে হয়। এছাড়াও যে কাপড়ে রিফু করা হবে সে কাপড়ের সুতা বের করে রিফু করলে কাপড়ের জমিনের সাথে মিলে যায় এবং সহজে রিফু চোখে পড়ে না।
- রিফু করার জন্য চিকন সুঁচ ব্যবহার করতে হবে।
- কাপড়ের সোজা দিকে রিফু করা হয়।
- রিফু করার সময় ফ্রেমের মধ্যে কাপড়টিকে আটকিয়ে টানটান করে নিতে হবে।
- রিফু করার আগে ছেঁড়া অংশ হতে আলগা সুতা কেটে নিতে হবে।

রিফুর প্রকারভেদ

রিফু সাধারণত ৩ ধরনের হয়ে থাকে।

১। সাধারণ রিফু

টান লেগে কিংবা খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে সাধারণত রিফু করা হয়। তিন কোণা হলে ছেঁড়া প্রথমে টান টান করে কোণা মেলাতে হবে। এরপর দুই দিকের কাপড় টাক সেলাইয়ের সাহায্যে মেলাতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে ঘন ঘন রান সেলাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার সেলাই করে আবার শেষ অংশ থেকে শুরু করে প্রথম অংশে ফিরে আসতে হবে। সেলাই অতিরিক্ত টান টান বা ঢিলা না করে মাঝারিভাবে করতে হবে। সেলাই শেষে টাক খুলে ইস্ত্রি করতে হবে। এতে কাপড়ের রিফু বোঝা যাবে না।

২। বুনন রিফু

বুননের সাহায্যে এ ধরনের রিফু করা হয় বলে একে বুনন রিফু বলে। কাপড়ের ছেঁড়া অংশ হতে সুতা উঠে গেলে বড় ধরনের ফাঁকা দেখা গেলে এ ধরনের রিপু করার প্রয়োজন হয়। প্রথমে আলগা সুতা কেটে ছেঁড়া জায়গার চারপাশে পেন্সিলের সাহায্যে দাগ দিয়ে নিতে হয়। এরপর টাক দিতে হয়। কাপড়ের ছেঁড়া অংশের এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত ছোট ছোট রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে হয়। সেলাই করার সময় এমনভাবে করতে হবে যেন একটি সুতা উপরে ও একটি সুতা নিচে থাকে। প্রতিবারই একবার লম্বালম্বি এবং একাবার আড়াআড়িভাবে সেলাই করে ছেঁড়া অংশ ভরাট করতে হয়। এভাবে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি সেলাই করার ফলে সাধারণ বুনন বা ঝুড়ির বুননের মতো হবে।

৩। গোল ভরাট রিফু

গোল বা গর্ত হয়ে কোন কাপড় ছিঁড়ে গেলে বা ফুটো হলে এ ধরনের রিফু ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বাড়তি বা আলগা সুতা কেটে করে নিতে হবে। যাতে সুতাগুলো আটকে না যায় বা বের না হতে পারে। এখন বোতাম ঘরের মতো যে ছিদ্র হয়েছে সেই ছিদ্র দিয়ে সুতা টেনে সেলাই করে ছেঁড়া অংশটি ভরাট করতে হবে।

অ্যাপ্লিক

অ্যাপ্লিক দেখতে নকশা তালির মতো। প্রথমে টুকরা কাপড়ের উপর নকশা অংকন করে নিতে হবে। এরপর নকশার চারপাশে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় রেখে নকশা অনুযায়ী কাটতে হবে এবং প্রথমে টাক দিয়ে হেম সেলাই করে আটকাতে হবে। ছেঁড়া জায়গা ছাড়াও কাপড়ের অন্যান্য স্থানে এভাবে নকশা এঁকে কাপড় সেলাই করে লাগিয়ে দেয়া যায়। এতে পোশাকটির সৌন্দর্য কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এবং পোশাকে সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পাবে। সর্বোপরি পোশাকে নতুনত্ব ফুটে উঠবে।

সারাংশ

রিফুর সাহায্যে ছিঁড়ে যাওয়া, ফুটো হয়ে যাওয়া বা ফেঁসে যাওয়া পোশাক সংস্কার করা হয়। রিফু ৩ ধরনের যথা: সাধারণ রিফু, বুনন রিফু ও গোল ভরাট রিফু। অ্যাপ্লিকের মাধ্যমে পোশাকের ছেঁড়া অংশ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে নকশা করে পোশাকের সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাপড় খোঁচা লেগে তিনকোণা করে ছিঁড়ে গেলে কোন ধরনের রিফু করা হয়?
ক) সাধারণ রিফু খ) সাধারণ রিফু
গ) গোল ফরাট রিফু ঘ) বুনন রিফু ও গোল ভরাট রিফু

২। রিফু করার সময় লক্ষণীয় বিষয় হলো-
i) জমিনের রং এর সুতা ব্যবহার করতে হবে
ii) চিকন সূঁচ ব্যবহার করতে হবে
iii) ক্ষতিগ্রস্থ স্থানটিতে এক টুকরা কাপড় টাক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মিথিলা অসাবধানতাবশত তার কলেজের ইউনিফর্মে তরকারি ফেলে দিল। মা জামাটি তক্ষুনি খুলে দিতে বললেন। বললেন, "দেখি কী করা যায়?"
ক) উৎস অনুসারে দাগ কত প্রকার ও কী কী?
খ) মিথিলার জামার দাগটি কোন ধরনের?
গ) মিথিলার জামার দাগ তুলতে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে?
ঘ) কাপড়ের দাগ তোলার ক্ষেত্রে দাগের উৎস ও তন্তুর প্রকৃতি জানা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৬.১ : ১। ক, ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৬.২ : ১। গ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৬.৩ : ১। ক, ২। গ

ব্যবহারিক

পাঠ-১৬.৪ পোশাক থেকে তেল, হলুদ ও চায়ের দাগ অপসারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাক বা বস্ত্র থেকে তেল ও চর্বির দাগ অপসারণ করতে পারবেন;
- পোশাক থেকে হলুদের দাগ অপসারণ করতে পারবেন;
- পোশাক থেকে চা ও কফির দাগ অপসারণ করতে পারবেন।

তেল ও চর্বির দাগ অপসারণ

সুতি পোশাকে তেল ও চর্বির দাগ দূর করা বা অপসারণ করতে হলে প্রথমে তেলযুক্ত স্থান গরম পানি ও সাবান দিয়ে খুব ভালভাবে ধুয়ে নিলে তা থেকে দাগ উঠে যায়। সুতি ব্যতিত অন্যান্য কাপড়ের ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে তারপর টেট্রাক্লোরাইডের দ্রবণের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে দাগ উঠে যায়।

অনেক সময় পোশাকে ঘি, মাখন, আলকাতরা ও চর্বির দাগ পড়ে। এক্ষেত্রে তারপিন ফ্রেঞ্চকে, অ্যালকোহল ও কোরোসিন তেল দাগযুক্ত স্থানে ভালভাবে মাখিয়ে কিছুক্ষণ পর সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। যেসব কাপড় ধোয়া যায় না সেগুলোতে দাগ যুক্ত স্থানের উপরে ও নিচে দুদিকে ব্লাটিং পেপার রেখে গরম ইস্ত্রি দিয়ে ইস্ত্রি করলে ব্লটিং পেপার দাগ শুষে নেয় ফলে দাগ আর দেখা যায় না।

হলুদের দাগ অপসারণ

সাদা সুতি ও লিনেন কাপড়ে হলুদের দাগ পড়লে তা অপসারণের জন্য দাগযুক্ত স্থানে ভালভাবে সাবান লাগিয়ে তা ঘাসের উপর শুকাতে দিতে হবে। শুকিয়ে যাওয়ার পর পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিলে দাগ আর দেখা যাবে না। অন্যান্য কাপড়ে দাগ দূর করার জন্য দাগযুক্ত স্থানে কয়েক ফোটা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ভালভাবে ধুয়ে শুকাতে হবে।

চা বা কফির দাগ অপসারণ

চা, কফি প্রভৃতি তরল পানীয় দ্রব্যে ট্যানিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে। এ ট্যানিন থেকেই দাগের উদ্ভব। প্রথম দিকে এ দাগ দেখা যায় না। কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বাদামী রং ধারণ করে। এ দাগ দূর করার জন্য ঠান্ডা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভালভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই সাবান পানি ব্যবহৃত না হয়। কেননা সাবান পানি ব্যবহার করলে দাগ স্থায়ী হয়ে যায়।

পাঠ-১৬.৫ রিফু, তালি ও অ্যাপ্লিককরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিফু করতে পারবেন;
- তালি দিতে পারবেন;
- অ্যাপ্লিককরণ করতে পারবেন।

অসাবধানতাবশত: অনেক সময় কাপড়ে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যায় বা পোশাকের বোতাম ও সেলাই খুলে যায়। এ অবস্থায় পোশাক সংস্করণ করতে হয়।

কাপড় সংরস্করণের মধ্যে রিফু বা তালি উল্লেখযোগ্য। নিচে রিফু করার ৩টি স্তর

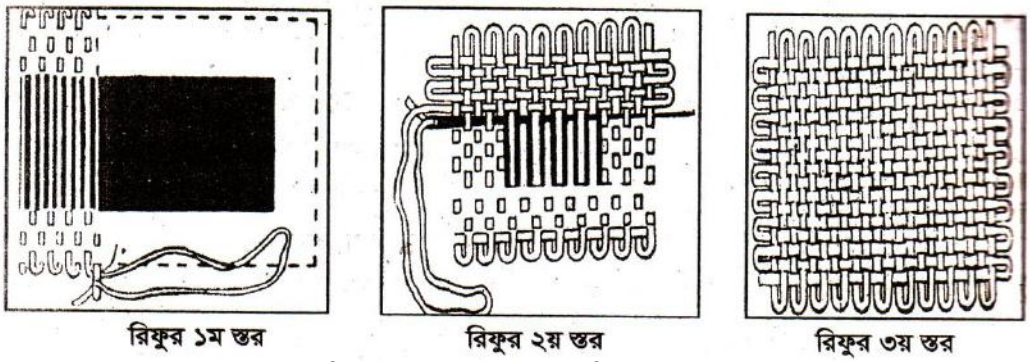

চিত্র : ১৬. ৫.১ : বস্ত্র সংস্কার-রিফুকরণ

তালি

কাপড় সংস্করণ করার একটি পদ্ধতি হলো তালি বা অ্যাপ্লিককরণ। কাপড়ের কোন জায়গা বেশি ছিঁড়ে গেলে যদি রিফু করার মত অবস্থা না থাকে তখন সেই ছেঁড়া স্থানে অন্য কাপড় বসিয়ে সেলাই করাকে তালি বলে। তালি দুভাবে করা যায়- সাধারণ তালি ও নকশা তালি।

সাধারণ তালি–সাধারণত ছেঁড়া কাপড়ের রংয়ের সাথে রং মিলিয়ে অন্য একটি কাপড় ছেঁড়া অংশে বসিয়ে সেলাই করা হয়।

নকশা তালি–কাপড় যদি এমনভাবে ছিঁড়ে যায় যে সাধারণ তালিতে সেটি মেরামত করা কঠিন হয় সেক্ষেত্রে নকশা তালি ব্যবহার করা হয়। একে অ্যাপ্লিককরণও বলা হয়। এতে বিভিন্ন রংয়ের কাপড়ে নকশা এঁকে, পুঁতি, চুমকি বসিয়ে বা সুচিকর্ম করে ছেঁড়া জায়গার উপর বসিয়ে দিতে হবে। প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে পরে ভালভাবে বোতাম ফোঁড় অথবা হেম সেলাই দিয়ে সেলাই করা যায়।

চিত্র : ১৬.৫.২ : সাধারণ তালি ও নকশা তালি বা অ্যাপ্লিক